আইডিয়া শিরোনাম: ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে অনলাইনে - দ্বি-নকল সনদ প্রদান

সমস্যা ও তার কারণ সম্পর্কিত বিবৃতি:

ক) নায়েম একটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। প্রতি প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ সাফল্যের সাথে স্বীকৃতিস্বরুপ সনদ গ্রহণ করে থাকে। যদি কোন প্রশিক্ষণার্থীর সনদ হারিয়ে যায় বা পুড়ে যায় বা দৈবক্রমে নষ্ট হয়ে যায় তখন দ্বি-নকল সনদ প্রয়োজন হয়।

খ) প্রশিক্ষণার্থীগণ দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অথবা বিদেশে অবস্থান করছে এমন কর্মকর্তার দ্বি-নকল সনদেন জন্য নায়েমে এসে আবেদন করা কঠিন হয়ে পড়ে।

গ) এতে অর্থ ব্যয় ও সময় অপচয় হয়।

ঘ) প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা হয়।

ঙ) যথা সময়ে সনদ না পাওয়া।

ইনোভেশন লক্ষ্য:

ক) সহজে, স্বল্প সময়ে নির্ভুল সনদ প্রদান করা।

খ) আবেদন করার ৭(সাত) দিনের মধ্যে সনদ ইস্যু করার ব্যবস্থা করা।

গ) গতানুগতিক প্রক্রিয়ার পরিবর্ত্ত ঘটিয়ে ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় সনদ গ্রহণ করা।

ঘ) স্ব স্ব কর্ম্মস্থলে অবস্থান করে সনদ গ্রহণ করা।

ঙ) কর্মচারীদেরকে ইন্টারনেট ব্যবহারে দক্ষ করে তোলা।

চ) টিসিভি (TCV) কমিয়ে আনা।

ছ) ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ আরো এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া।

ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ:

ক) কারিগরি ত্রুটি হওয়ার ঝুকি।

খ) বৈদুতিক গোলযোগ , অপর্যাপ্ত ও দূর্বল নেটওর্য়াক্।

সমস্যার সমাধান/আইডিয়ার বিবরণ:

ক) সকল কর্মচারীদের কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট বিষয়ক ইন-হাউজ ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা।

খ) হ্যাকিং বা অন্যান্য কারিগরি ত্রুটির জটিলতা রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

গ) কর্ম্চারীদের উৎসাহ প্রদান করা।

ঘ) ই-মেইল ও গুগল ফরম এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত ই-মেইল একাউন্টে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রেরণ করবে।

আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে কী কী ফলাফল তৈরি হবে?:

১. দেশের যে কোন প্রান্ত থেকে/ বিদেশ থেকে যে কোন সময়ে সেবা পাওয়া যাবে।

২. ব্যক্তিগত অর্থ ও সময় অপচয় কমবে।

৩. প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল বাংলাদেশের আরেকধাপ প্রতিফলন ঘটবে।

৪. প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা আসবে।

৫. প্রতিষ্ঠানের সেবার মানের উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক মানদন্ড বজায় থাকবে।